www.themessagecanada.com

The Message

VOLUME 3, ISSUE 2 — MAR-APR, 2009

Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

Ayah From The Qur'an

📖 That Day (On the Day of Judgement) shall We set a seal on their mouths. But their hands will speak to Us, and their feet bear witness, to all that they did.
[Surah Yasin: 65]

📖 আজ (হাশরের দিন) আমরা তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছি। এদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে, পা সাক্ষ্য দিবে, এরা পৃথিবীতে কোথায় কি করেছিল।
[সূরা ইয়াসীন ঃ ৬৫]

~~Quick Divorce!~~

কিন্তু সাবধান

এই ধরনের বিজ্ঞাপন আমরা সাধারণত ক্যানাডিয়ান-আমেরিকান পত্রিকাগুলোতে দেখে থাকি। কিন্তু আজকাল ক্যানাডা-আমেরিকার বাংলা পত্রিকাগুলোতেও দেখা যাচ্ছে। এর কারণ কি? হয়তো বাংলাদেশী পরিবারগুলোর মধ্যেও এর চাহিদা বেড়েছে। দেখুন কি দুঃখের বিষয় ! আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে আমরা সুদূর আমেরিকা-ক্যানাডা এসেছি সুখের সন্ধানে। কিন্তু কিসের অভাবে আজ সেই সুখের পরিবারটির মধ্যে নেমে আসছে দুঃখের ছায়া ! কেনইবা স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে যাচ্ছেন? কেনইবা সন্তান ভাগাভাগি নিয়ে হাজির হতে হচ্ছে কোর্টে? দীর্ঘ দিনের সংসার কেন ভেঙ্গেঁ যাচ্ছে? খুব গভীরভাবে চিন্তা করুন, কোথায় এর সামাধান? আসলে এর সমাধান দিতে পারে একমাত্র আল-কুরআন। বিশ্বাস করুন আল-কুরআনে সকল সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান রয়েছে। তাই কুরআনের অর্থসহ তাফসীর পড়ুন এবং সেই অনুযায়ী নিজ পরিবারকে গাইড করুন। ইনশাআল্লাহ দেখবেন এই প্রবাসে আপনার পারিবারিক শান্তি আবার ফিরে এসেছে।

Technique to Understand Qur'an

Before the reader begins the study of the Quran, he must bear in mind that it is a unique Book, quite different from the books one usually reads. Unlike conventional books, the Quran does not contain information, ideas or arguments about specific themes arranged in a literary order. That is why a stranger to the Quran, on his first approach to it, is baffled when he does not readily find its theme. Nor does he find it divided into chapters with different topics treated separately. Neither does he see separate instructions for life's various aspects arranged in a sequential order. He does find that it deals with creeds, gives moral instructions, lays down laws, invites people to Islam, admonishes the disbelievers, draws lessons from historical events, administers warnings, gives glad tidings, all blended together in a beautiful manner. The same subject is repeated in different ways and one topic follows the other without any apparent connection. Sometimes a new topic crops up in the middle of another without any apparent reason. The diction of the speaker and of those being spoken to and the direction of the address change without notice. There is no sign of sections and divisions anywhere. Historical events are presented but not as in history books. The problems of philosophy and metaphysics are treated in a manner different from that of the textbooks on the subjects. Man and the universe are mentioned in a language different from that of the natural sciences. Likewise it follows its own method of solving cultural, political, social and economic problems and deals with the principles and injunctions of law in a manner quite different from that of the sociologists, lawyers and jurists. Morality is taught in a way that has no parallel in the whole of literature.

ভেতরের পাতায়

ইবাদত বলতে আসলে কি বুঝায়?	2	একটি ইচ্ছাই দেবে শান্তি, একটি ইচ্ছাই দেবে শাস্তি ..	5
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?	3	আপনার সন্তানের ম্যানেজমেন্ট স্কিল ডেভেলপ করুন	6
স্বামীর সাথে কিভাবে সম্পর্ক মজবুত করবেন?	4	Suggestions for study of the Quran	7
আমরা কি কবরে প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রস্তুত আছি?.....	4	Haram Food Ingredients	8

ইবাদত বলতে আসলে কী বুঝায়?

ইবাদত শব্দটি আরবী 'আবদ' হতে উদ্ভূত হয়েছে। 'আবদ' অর্থ দাস অথবা গোলাম। অতএব 'ইবাদত' শব্দের অর্থ হবে দাসত্ব করা বা গোলামী করা (আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলা)। যে ব্যক্তি অন্যের দাস সে যদি তার বাস্তবিকই মনিবের সমীপে একান্ত অনুগত হয়ে থাকে এবং তার সাথে ঠিক চাকরের ন্যায় ব্যবহার করে, তবে একে বলা হয় যর্থাথ প্রভুভক্তি। সূরা আয-যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ "আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে কেবল আমারই ইবাদত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।" তাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং সারাদিনের সকল কাজ-কর্ম সবই আল্লাহ তাআলার ইবাদত।

আমরা হয়তো মনে করি, বুকে/নাভির উপর হাত বেঁধে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো, হাঁটুর ওপর হাত রেখে রুকু করা, মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করা, আল্লাহু আল্লাহু জিকির করা, রমযান মাসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার বন্ধ করে রোজা রাখা, কুরআন শরীফের কয়েক রুকু পাঠ করা, মক্কা শরীফে গিয়ে কা'বা ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করা ইত্যাদির নামই ইবাদত। মোটকথা, এ ধরনের শুধুমাত্র বাহ্যিক কর্মকান্ডকেই আমরা 'ইবাদত' বলে মনে করে নিয়েছি এবং এ ধরনের বাহ্যিক রূপ বজায় রেখে উপরোক্ত কাজগুলো কেউ সমাধা করলেই মনে করা হয় যে, ইবাদত সুসম্পন্ন হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়েছে। তাই জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে আমরা একেবারেই স্বাধীন– এবং নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কাজ করে যেতে থাকি।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাআলা যে ইবাদতের জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যে 'ইবাদত' করার আদেশ আমাদেরকে দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সেই ইবাদত এই যে, আমি আমার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তেই আল্লাহর সমস্ত হুকুম মেনে চলবো এবং আল্লাহর আইনের বিরোধী দুনিয়াতে যা কিছু প্রচলিত আছে তা অনুসরণ করতে আমি একেবারে অস্বীকার করবো। আমার প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি গতিবিধি আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে হতে হবে। এ ধরনের জীবনে আমার শয়ন-জাগরণ, পানাহার, চলা-ফিরা, কথা বলা, আলোচনা করাও ইবাদত বলে বিবেচিত হবে। এমন কি নিজ স্ত্রীর কাছে যাওয়া এবং নিজের সন্তানদেরকে স্নেহ করাও ইবাদতের শামিল হবে। যেসব কাজকে আমরা 'দুনিয়াদারী' বলে থাকি তাও 'ইবাদত'। আর পদে পদে এদিকে লক্ষ্য রাখি যে, আল্লাহর কাছে কোনটা জায়েয আর কোনটা নাজায়েয, কি হালাল আর কি হারাম, কি ফরয আর কি নিষেধ, কোন কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট আর কোন কাজে হন অসন্তুষ্ট।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা রুজি ও অর্থোপার্জনের জন্য বের হই। এ পথে হারাম উপার্জনের অসংখ্য সহজ উপায় আমাদের সামনে আসবে। এখন আমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে সেই সুযোগ গ্রহণ না করি এবং কেবল হালাল রুজি ও অর্থ উপার্জন করি তবে এ কাজে আমাদের যে সময় লেগেছে তা সবই ইবাদত এবং এ হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ ঘরে এনে আমি নিজে খাই আর পরিবার-পরিজনের খাদ্যের ব্যবস্থা করি, সেই সাথে যদি আল্লাহর নির্ধারিত মানুষের হকও আদায় করি, তাহলে এসব কাজেও আমরা অসীম সওয়াব পাবো। পথ চলার সময় আমরা পথের কাঁটা দূর করি এ ধারণায় যে, এটা দ্বারা আল্লাহর কোনো বান্দা কষ্ট পেতে পারে, তবে এটাও আমাদের ইবাদত বলে গণ্য হবে। আমরা কোনো অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করলে, কোনো ব্যক্তিকে পথ চলতে সাহায্য করলে, কিংবা কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে তবে এটাও ইবাদত হবে। যদি কথাবার্তা বলতে গিয়ে আমরা মিথ্যা, গীবত, কুৎসা রটনা, অশ্লীল কথা বলে পরের মনে আঘাত দেয়া ইত্যাদি পরিহার করি এবং আল্লাহর ভয়ে কেবল সত্য কথাই বলি তবে যতক্ষণ সময় আমাদের এ কাজে ব্যয় হবে, তা সবই ইবাদতে অতিবাহিত হবে।

অতএব চেতনা লাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর আইন অনুযায়ী চলা এবং তাঁরই নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করার নামই হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত। এ ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। এ ইবাদত সবসময়ই হওয়া চাই, এ ইবাদতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্রকাশ্য রূপ নেই, কেবল প্রতিটি রূপের প্রত্যেক কাজেই আল্লাহর ইবাদত হতে হবে। আমি একথা বলতে পারি না যে, আমি অমুক সময় আল্লাহর বান্দা আর অমুক সময় আল্লাহর বান্দা নই। একথাও বলতে পারি না যে, অমুক সময় আল্লাহর ইবাদতের জন্য, আর অমুক সময় আল্লাহর কোনো ইবাদত করতে হয় না। এ আলোচনা দ্বারা আমরা ইবাদত শব্দের অর্থ ভালরূপে জেনে একথা বুঝতে পেরেছি যে, প্রত্যেক মুহূর্তে সকল অবস্থায় আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে চলার নামই ইবাদত। এখানে আমরা এ প্রশ্ন করতে পারি যে, তাহলে এ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদিকে কি বলা যায়? উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, এসব ইবাদত বটে, এ ইবাদতগুলোকে আমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে শুধু এজন্য যে, আমাদের জীবনের প্রধান ও বৃহত্তম উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে ও প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করা, সেই বিরাট উদ্দেশ্য আমরা এসবের মাধ্যমে লাভ করবো।

নামায আমাদেরকে দৈনিক পাঁচবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা আল্লাহ তাআলার দাস– তাঁরই দাসত্ব করা আমাদের কর্তব্য; রোযা বছরে একবার পূর্ণ একটি মাস আমাদেরকে এ দাসত্ব করার জন্যই প্রস্তুত করে, যাকাত আমাদেরকে বার বার মনে করিয়ে দেয় যে, তুমি যে অর্থ উপার্জন করেছো তা আল্লাহর দান, তা কেবল তোমার খেয়াল-খুশী মত ব্যয় করতে পার না। বরং তা দ্বারা তোমার মালিকের হক আদায় করতে হবে। হজ্জ মানব মনে আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির এমন চিত্র অঙ্কিত করে যে, একবার তা মুদ্রিত হলে সমগ্র জীবনেও মন হতে তা মুছে যেতে পারে না। এসব বিভিন্ন ইবাদত আদায় করার পর আমাদের সমগ্র জীবন যদি আল্লাহর ইবাদাতে পরিণত হবার উপযুক্ত হয়, তবেই আমাদের নামায প্রকৃত নামায হবে, রোযা খাঁটি রোযা হবে, যাকাত সত্যিকার যাকাত এবং হজ্জ আসল হজ্জ হবে এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ উদ্দেশ্য হাসিল না হলে কেবল রুকু-সিজদাহ, অনাহার-উপবাস, হজ্জের অনুষ্ঠান পালন করা এবং যাকাতের নামে টাকা ব্যয় করলে আমাদের কিছুই লাভ হবে না। বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলোকে মানুষের একটি দেহের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এতে প্রাণ থাকলে এবং চলাফিরা বা কাজ-কর্ম করতে পারলে নিঃসন্দেহে তা জীবিত মানুষের দেহ, অন্যথায় তা একটি প্রাণহীন দেহ মাত্র। লাশের চোখ, কান, হাত, পা সবকিছুই বর্তমান থাকে; কিন্তু প্রাণ থাকে না বলেই তাকে আমরা মাটির গর্তে পুতে রাখি। তদ্রূপ নামাযের আরকান-আহকাম যদি ঠিকভাবে আদায় করা হয় কিংবা রোযার শর্তাবলীও যদি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় কিন্তু হৃদয়মনে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রেম-ভালবাসা এবং তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার ভাবধারা বর্তমান না থাকে– ঠিক যে জন্য এসব আমাদের ওপর সেই সব ফরয করা হয়েছিল– তবে তাও একটি প্রাণহীন ও অর্থহীন জিনিস হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

--- ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা ঃ আধুনিক প্রকাশনী

ইসলাম আমার কাছে কী চায়?

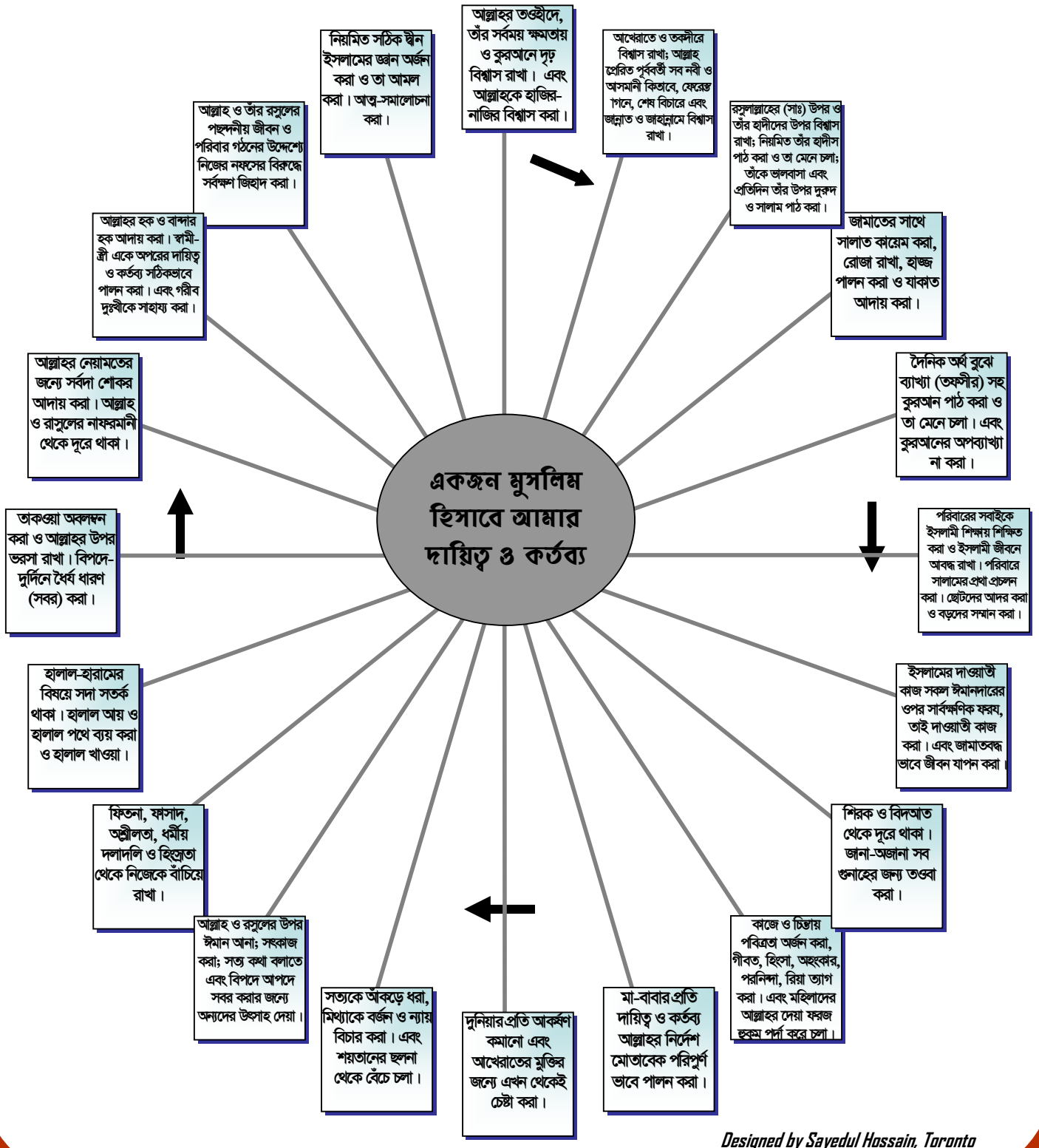

Designed by Sayedul Hossain, Toronto

স্বামীর সাথে কিভাবে সম্পর্ক মজবুত করবো?

বিয়ের পর আপনার প্রধান এবং ঘনিষ্টতম সম্পর্ক হচ্ছে আপনার স্বামীর সাথে। তার সাথে আপনাকে আপনার জীবনের অর্জিত সমস্ত ইসলামী শিক্ষা কাজে লাগাতে হবে, তাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে। প্রীতি ও ভালোবাসা দিয়ে স্বামীর হৃদয় জয় করা, তার সুখে দুঃখে সমভাগী হওয়া আপনার একান্ত কর্তব্য। স্ত্রীকে একজন খাঁটি মুসলিম হতে হবে।

আপনার স্বামীই হচ্ছেন আপনার প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য। তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করা আপনার জন্যে ফরয। তিনি যদি আগে থেকেই সঠিক পথের অনুসারী হয়ে থাকেন তবে তাকে তার পথে অবিচল থাকাতে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগানো আপনার বিবাহিত জীবনের বড়ো একটি কাজ। আপনি চাইলে আপনার স্বামীকে সহজেই সুপথে আনতে পারেন কিংবা তাকে সুপথে রাখতে পারেন। আপনি যদি তাকে আপনার বিলাস দ্রব্য, দামী শাড়ী, সোনা গয়না ও অন্যান্য প্রসাধনীর জন্যে বাধ্য না করেন তাহলে স্বভাবত আপনার স্বামী হালাল রোযগারে উৎসাহ পাবেন। যদি আপনি সর্বদা এসব জিনিসের জন্যে তাকে উত্যক্ত করেন তাহলে অনিচ্ছা সত্বেও আপনার স্বামী অন্যায় পথে পা বাড়াতে পারেন, আর এধরনের কিছু করলে তার দায়িত্ব সর্বাংশে কিন্তু আপনাকেই বহন করতে হবে। সুতরাং সর্বপ্রথম আপনি শপথ নেবেন যে, আপনি আপনার স্বামীকে সুপথে রাখার চেষ্টা করবেন। কোনো স্বামীকে সুপথে রাখার জন্যে প্রীতি ও ভালোবাসা দিয়ে তার স্ত্রী যে কাজটুকু করতে পারে অন্য কারো পক্ষে তার শতাংশও পালন করা সম্ভব নয়।

আপনি আপনার স্বামীর চিন্তাধারা বদলানোর ব্যাপারেও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা না করুন, তেমন কোনো স্বামী যদি আপনার ভাগ্যে থাকে তাহলেই আপনাকে এ কাজ করতে হবে। আপনি আপনার যুক্তি প্রমাণ ও চরিত্র দিয়ে যদি একবার স্বামীর সামনে যথার্থভাবে ইসলামী আদর্শের ছবি তুলে ধরতে পারেন তাহলে আপনার পক্ষে এ কাজ করা অনেকটা সহজ হবে। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে, স্বামী বেচারী বিয়ের আগে থেকেই ভালো, সৎ ও দ্বীনদার মানুষ, বিয়ে হয়েছে হয়তো কোনো তথাকথিত আধুনিকা নারীর সাথে। অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেলো স্বামীর দ্বীন, ঈমান, ধর্মকর্ম সবই শেষ হয়ে গেছে। আধুনিকা স্ত্রীকে খুশী রাখার জন্যে তিনি তার দ্বীন ধর্ম সবই বিসর্জন দিয়েছেন। আবার এমনও দেখা গেছে যে, স্বামী বিয়ের আগে ছিলো নিতান্ত বৈষয়িক, ধর্ম বিমুখ-ক্ষেত্র বিশেষে ধর্ম বিরোধীও। কিন্তু ধর্মপরায়ণ সতী সাধ্বী স্ত্রীর সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যেই তার মধ্যে ব্যাপক শুভ পরিবর্তন দেখা দিলো। এ সবই সম্ভব হলো একজন নারীর কারনে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নারী স্বামীকে যেমন খারাপ করতে পারে তেমনি তাকে ভালো মানুষও বানাতে পারে। আপনাকে প্রতি মুহূর্তেই এ মৌলিক কথাটি স্মরণ রাখতে হবে।

অনেক পরিবারে দেখা যায় স্ত্রী কোন ইসলামী প্রোগ্রামে যাক সেটা স্বামী পছন্দ করেন না। আবার স্বামী নিজেও কোন ইসলামী প্রোগ্রামে যান না। অনেক স্বামীই আছেন অবসর পেলেই ঘরে বসে সারাক্ষণ হিন্দি মুভি আর নাটক দেখতে থাকেন। মনে রাখবেন, সারাক্ষণ এই ধরনের আজে-বাজে মুভি-নাটক দেখে ধীরে ধীরে আপনাদের ব্রেইনে এক ধরনের অসুস্থতা ঢুকছে যা একসময়ে গোটা পারিবারিক জীবনে নিয়ে আসবে অশান্তি। এক্ষেত্রে আপনি স্ত্রী হিসাবে আপনার দায়িত্ব অনেক বেশী। আপনাকে যে করেই হোক আস্তে আস্তে পরিবারে একটা ইসলামী পরিবেশ তৈরী করতে হবে। ইবলিস (শয়তান)কে বাসা থেকে তাড়াতে হবে। মনে রাখবেন, যে ঘরে কোন ইসলাম বিরোধী কাজ-কারবার হয় সে ঘরে আল্লাহর রহমত ও বরকত থাকতে পারে না। চেষ্টা করুন স্বামীকে কিভাবে নামাজী বানানো যায়, তাকে নিয়মিত মসজিদে পাঠানোর চেষ্টা করুন। মাঝে মাঝে স্বামী-সন্তানদের নিয়ে ঘরে জামাতের সাথে নামাজ পড়ুন, নিয়মিত ইসলামিক ডিভিডি দেখুন, কুরআন হাদীসের আলোচনা করুন।

--- খাদিজা আক্তার রেজায়ী

আমরা কি কবরে প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রস্তুত আছি?

মৃত্যুর ব্যাপারে আমরা সবাই একমত, কি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন, আমি যদি এই মুহূর্তে মারা যাই, আমাকে কবরে যে প্রশ্নগুলো করা হবে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি আমার রেডি হয়ে আছে? তেমন আমল কি আমি করেছি? কবরে আমরা যখন লাশকে রাখি তখন বলি "বিসমিল্লাহি আলা মিল্লাতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)" অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়ে রাসূলের একজন অনুসারীকে এখানে রেখে গেলাম"। কে সেই অনুসারী? জীবিত আমি এবং আপনি আমরা দুজনেই রাসূলের অনুসারী।

এখন একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে রাসূলের অনুসারী কে? রাসূলের অনুসারী হলো সেই যে রাসূল (সাঃ) যেভাবে চলেছেন সে নিজেও সেইভাবে চলেছে। আমরা যারা নিজেদেরকে রাসূলের অনুসারী বলে দাবী করছি সেই দাবী অনুযায়ী আমাদের কী করণীয়? আমি পৃথিবীতে জীবিত অবস্থায় রাসূলের কথা বলতে পারলাম না, নামাজ পড়লাম কিন্তু প্রতিবেশীর হক আদায় করতে পারলাম না, আমি রোজা রাখলাম কিন্তু মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলাম না, আমি হজ্জ করলাম কিন্তু পাওনাদারের পাওনা আদায় করতে পারলাম না। তাহলে কি আমরা রাসূলের অনুসারী হতে পারবো? না, কখনো না।

তাই সকলের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে জানার চেষ্টা করুন, বুঝার চেষ্টা করুন। রাসূল (সাঃ) কে জানার জন্য তাঁর জীবনী পড়ুন, তাঁর সাহাবাদের জীবনী পড়ুন। আর কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য কুরআনের তাফসীর পড়ুন, সহীহ হাদীস পড়ুন।

চলার পথ অনেক
সত্যের পথ একটাই

একটি ইচ্ছাই দেবে শান্তি । একটি ইচ্ছাই দেবে শান্তি

আসুন আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই

ব্রিটেনের বিখ্যাত পপ গায়ক ক্যাট স্টীভেনস কিভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা সবাই জানি। তিনি তার জীবনের এক অশান্তিময় মুহূর্তে কুরআনের একটা অনুবাদের কপি হাতের কাছে পেয়ে খুলে পড়া শুরু করেছিলেন। পড়তে-পড়তে একসময় তিনি এই বইয়ের লেখককে খুঁজতে গিয়ে এমন এক লেখকের সন্ধান পেলেন যিনি সারা জাহানের স্রষ্টা, প্রতিপালক, একচ্ছত্র মালিক, আর সেজন্য তিনি সেই লেখক মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে মাথা নত করে স্বীকার করে নিয়েছিলেন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"।

তোতা পাখিকে দিয়ে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলাতে চাইলে বলাতে পারবেন, ময়না পাখিকে দিয়েও যদি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলাতে চান তাও বলাতে পারবেন। কিন্তু সেই পাখি এই কালেমার অর্থ জানে না, তার ওপর এই কালেমার কোন প্রভাব নেই। আমরা যদি তোতা পাখির মতো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলে দাবী করি যে, আমরা মুসলিম তাহলে সে দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব, ঈসার ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে! তাঁর দেওয়া হাত, পা, চোখ, কান, নাক, হৃদয়, মস্তিষ্ক ইত্যাদি ব্যবহার করে আমরা যে সুন্দর জীবন যাপন করার জন্য চেষ্টা করছি সেই সব নিয়ামতের জন্যে তাঁকে যদি ধন্যবাদ না দিই তাহলে কি আমরা মুসলিম বলে পরিচিত হতে পারব? না। আমাদের কি এটা করা উচিত? আসুন আমরা সকলে মিলে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার চেষ্টা করি।

আমরা যে নামাজ পড়ি এটা আমাদের দায়িত্ব, এটা আমাদের কর্তব্য। কারণ তাঁর খাচ্ছি, তাঁর পড়ছি, তাঁর দেয়া পা দিয়ে চলছি, হাত দিয়ে কাজ করছি, চোখ দিয়ে দেখছি, তাঁর দেয়া সব কিছু ব্যবহার করছি। আর তাঁকে ধন্যবাদ দেব না? আর সেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্য দিয়ে তিনি ধন্যবাদের একটা সুন্দর সিস্টেম করে রেখেছেন। আসুন আমরা আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁর রহমতের জন্যে বলি আলহামদুলিল্লাহ।

আসুন সকলে মিলেমিশে এক সাথে কাজ করি

আমরা মরে গেলে আমাদের জানাযার নিয়ম এক, দাফনের নিয়ম এক, কাফনের নিয়ম এক। আমাদের সৃষ্টিকর্তা এক, আমাদের রাসূল (সাঃ) এক, আমাদের কুরআন এক। আমাদের জন্মের নিয়ম এক, বেড়ে উঠার নিয়ম এক, কথা বলার নিয়ম এক, দেখার নিয়ম এক, শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম এক। তাই আমরা পৃথিবীর জীবনে এই সামান্য সময়টুকু কি এক হয়ে থাকতে পারি না?

আমরা যারা আছি আমাদের হৃদয়ে খারাপ জিনিসও আছে, ভাল জিনিসও আছে। আমরা যদি সকলের ভিতরের ভাল জিনিসটাকে জাগ্রত করে সবাই মিলে এক হতে পারি তাহলে আমাদের সম্পর্কটা আরো মজবুত হবে, আর সেই মজবুত সম্পর্কটা দিয়ে আমরা ভালবাসার সম্পর্কটাকে আরো উন্নত করতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

সমস্ত সংঘাত থেকে বের হয়ে এসে আমাদের হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ যদি আমরা করি এবং সবকিছু ভুলে গিয়ে একদল, একনীতি, এক কুরআনের ছায়াতলে যদি আমরা আসতে পারি, তাহলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ঈহুদী, মুসলিম সকলকে নিয়ে মিলেমিশে শান্তিতে থাকার একমাত্র পথ শুধু আল-কুরআনই দেখাতে পারে। জগতে এ পর্যন্ত যত সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই সমস্যার একমাত্র সমাধান এই কুরআনই দিতে পারে, অন্য কোন উপায়ে নয়।

আমাদের দেশে যত আলেম আছেন তারা যদি মসজিদের বাইরে এসে রাস্তা-ঘাটে যত ভাল-খারাপ যুবক ভাইয়েরা আছেন তাদের সাথে মিশতেন, এবং সমস্ত কল্যাণ ও সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে যে কিতাব সেই সর্বশেষ ও নিখুত ঐশী কিতাব আল কুরআনের দাওয়াত দিতেন, তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা আরো অনেক ভাল কিছু করতে পারতাম।

আসুন ছোট-বড় সবাইকে অর্থ বুঝে সালাম দেই

সালাম দেয়ার উদ্দেশ্য হলো শান্তি কামনা করা। সালামের প্রকৃত অর্থ বুঝে যদি আমরা একে অপরকে সালাম দিতাম তাহলে আজকে আমাদের এই সুন্দর দেশে এক ভাই আর এক ভাইয়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকতো না। আসুন আমরা নিজ ঘরে, পরিবারে, সমাজে, সর্বত্র সবাইকে অর্থ বুঝে সালাম দেয়া শুরু করি। একজন পিতা যখন তার সন্তানকে সালাম দেবেন, একজন মা যখন তার সন্তানকে সালাম দেবেন, এটার অর্থ যখন সে বুঝবে তখন ঐ সন্তান কোন অবস্থাতেই তার বাবাকে এবং তার মাকে যিনি রাতের পর রাত জেগে কষ্ট করে তাকে বড় করেছেন, সেই সন্তান কোনদিন তার মা-বাবার সাথে উচু গলায় কথা বলবে না, অশ্রদ্ধা প্রকাশ করবে না।

অন্যদের বেলাতেও সালামকে অর্থবহ করতে হবে। সবার প্রতিই শুভেচ্ছার হাত বাড়াতে হবে। আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি আজ থেকে আর কারো সঙ্গে আমরা খারাপ ব্যবহার করব না, কারো মনে কষ্ট দিব না যদি সে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করে। অর্থ বুঝে সালাম দেয়া এবং অন্যের শান্তির জন্যে চেষ্টা করা বড়ই ফজিলতের কাজ।

helal9@hotmail.com
YouTube: aidesh99

আপনার সন্তানের ম্যানেজমেন্ট স্কিলস ডেভেলপ করুন

আপনারা যারা মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিতে একজিকিউটিভ লেভেলে বা ম্যানেজমেন্ট লেভেলে চাকুরী করেছেন বা করেন তারা নিচের বিষয়গুলোর সাথে খুবই পরিচিত এবং আপনারা এই বিষয়গুলোর উপর নিয়মিত ট্রেনিং ও সেমিনারে অংশগ্রহণও করেছেন।

Time Management ঃ এই বিষয়টি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে সূরা আল-আসর, সূরা আদ-দহর, সূরা ইসরা ইত্যাদিতে সময়ের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। সময়ের বিষয়টা আমাদের জীবনে ঠিক ঐরকম, যেমন একজন বরফ বিক্রেতা বলছে তার পুঁজি শেষ হয়ে যাচ্ছে কারণ বরফ গলে গেলেই তার পুঁজি শেষ। ঠিক তেমনি আমাদের জীবন থেকে একটি একটি করে মিনিট চলে যাচ্ছে আর আমাদের জীবনের পুঁজি শেষ হয়ে আসছে। জীবন চলার ক্ষেত্রে সন্তানদেরকে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দিন যেন কোন প্রোগ্রামে বা মিটিংয়ে সে সবসময় ১০ মিনিট আগে সেখানে পৌছায়। এবং তার প্রতিটি কাজের জন্য যেন সে সময় ঐভাবেই হিসাব করে নেয় যাতে করে সব সময় সব কাজ সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারে। আমাদের দেশের মানুষদের একটা বদনাম আছে যে আমরা সবসময় যেকোন অনুষ্ঠানে দেরীতে পৌছাই যা আমাদের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এটা খুবই দূষনীয়।

সমাধানঃ যেমন ধরুন, বিকেল ৫টায় আপনার ১টা প্রোগ্রাম আছে। তাহলে আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনার ঐদিনের সব কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে এমনভাবে সময় ভাগ করে নিবেন যাতে একটা আরেকটার সাথে সংঘাত সৃষ্টি না করে এবং সঠিক সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করতে পারেন। তাহলেই আপনি ইনশাআল্লাহ বিকেল ৫টার প্রোগ্রামে সময়মতো উপস্থিত হতে পারবেন। আবার এক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে যদি সেটা কোন ইসলামী প্রোগ্রাম হয় তাহলে ইবলিস (শয়তান) কিন্তু সকাল থেকেই আপনার পিছনে লেগে থাকবে। সে আপনার চেয়েও বেশী সক্রিয়, সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে যে আপনাকে কোন না কোনভাবে আজকের প্রোগ্রামে দেরী করিয়ে দিতে অথবা প্রোগ্রামে না যাওয়ার জন্য নানা রকম বাহানা আপনার সামনে এনে হাজির করবে। তাই আপনার চির শত্রু ইবলিস শয়তান থেকে সাবধান।

Quality Management ঃ আপনারা একটা বিষয় খেয়াল করেছেন কিনা ক্যানাডিয়ান ছেলে-মেয়েরা কলম ধরতে জানে না। তারা যখন লেখে তখন একেকজন একেক রকমভাবে কলম ধরে, কেউ মুঠ করে ধরে আবার কেউ পাঁচ আঙ্গুলের মাঝখান দিয়ে কলম ঢুকিয়ে লেখে ইত্যাদি। ✍ আর আমরা বাংলাদেশে ছোটবেলা থেকেই শিখেছি কিভাবে কলম ধরতে হয়। আসলে এটা আমার মূল বিষয় নয়, দেখবেন আপনার সন্তান যখন যে কাজই করুক না কেন তা যেন হয় কোয়ালিটি সম্পন্ন। যেমন ধরুন তাকে আপনি কিছু কাগজ কাটতে দিয়েছেন আর তা সে কাটছে বাঁকা-ত্যাড়া করে। তাকে শিখিয়ে দিন কি সোজা করে কাটতে হয়। ছোট কাল থেকে সন্তানদের কোয়ালিটি কাজের ট্রেনিং দিলে তা তাদের সারা জীবন কাজে আসবে, ইনশাআল্লাহ, হতে পারে সেটা প্রফেশনাল ক্ষেত্রে অথবা সামাজিক বা পারিবারিক ক্ষেত্রে। তাই সে যে কাজই করুকনা কেন তা যেন হয় কোয়ালিটি সম্পন্ন। এই বিষয়ের উপর অনেক শর্ট কোর্সও রয়েছে।

Project Management ঃ আমাদের সন্তানদের Project Management -এর উপর ধারণা থাকা প্রয়োজন, কারণ জীবনের পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় এসে থাকে আর এই বিষয়গুলো আমাদের একেকটা প্রজেক্ট। আর এই প্রজেক্ট আমরা কিভাবে সাকসেসফুল করতে পারি তার কিছু ম্যানেজমেন্ট ফরমুলা রয়েছে। যেমনঃ কত দিনে কাজটি সঠিকভাবে শেষ হবে, প্রতিদিন কত ঘন্টা করে এর জন্য সময় দিতে হবে, কোন কাজটার পরে কোন কাজটা করতে হবে, কতজন ম্যান-পাওয়ার লাগবে, এর জন্য কি কি ধরনের লজিস্টিক সার্পোট লাগবে, কত টাকা ব্যয় হবে এবং সেই টাকা কোন খাতে কিভাবে ব্যয় হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। Project Management -র উপর অনেক সফ্টওয়ারও পাওয়া যায়, সেগুলোও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমনঃ Microsoft Project| Event Management -টাও Project Management -এর একটা অংশ, যে কোন একটা প্রোগ্রাম যেন আমরা সুন্দর ও সাকসেসফুলি করতে পারি সেজন্য Event Management —এর উপরও ভাল ধারণা থাকলে তা খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায়।

Leadership Management ঃ এই বিষয়টি বাস্তব জীবনে প্রায়ই কাজে লাগবে। নিজের ঘর থেকে শুরু করে ওয়ার্কপ্লেস সব জায়গাতেই কাজে লাগবে। যেমনঃ স্কুলে ক্লাশ ক্যাপ্টেইন, কোন কমিউনিটি প্রোগ্রামে কো-অর্ডিনেটর, কোন সোশাল অর্গানাইজেশনে সভাপতি, ওয়ার্কপ্লেসে ম্যানেজার বা সুপারভাইজর, বা যে কোন গ্যাদারিংয়ে অর্গানাইজর ইত্যাদি। যদি নিজের মধ্যে লীডারশীপ স্কিল না থাকে তাহলে এই বিষয়ে ভাল করা যায় না।

Accounts Management ঃ আজকাল কম্পিউটারের যুগ, তাই প্রায় সব কাজই কম্পিউটারের সহায়তায় করা হয়ে থাকে, এতে কাজের quality এবং accuracy যেমন ভাল হয় তেমনি সময়ও কম লাগে। যেমন আপনার প্রয়োজনীয় হিসাব পত্র আপনি Microsoft Excel দিয়ে করতে পারেন এতে আপনার বাসার দামী কম্পিউটারটাও কাজে লাগল আবার আপনার হিসাবপত্রও ঠিক মতো computerised way-তে রাখা হলো। এতে দেখবেন আপনার সকল কাজ কত সহজ হয়ে গেছে। যেমন ধরুন আপনার যাকাতের হিসাবটা অথবা নানা ধরনের ইনভেস্টমেন্ট। আপনি খুব সহজেই কম্পিউটারের মাধ্যমে সেগুলো করতে পারেন।

File Management ঃ আমরা প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন চিঠি বা বিল রিসিভ করে থাকি। যেমনঃ টেলিফোন বিল, ইন্টারনেট বিল, ক্রেডিট কার্ড বিল, ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইত্যাদি। এছাড়াও কম্পিউটারে নানা রকম সফ্ট ফাইল তৈরী করে থাকি। যদি আপনি বা আপনার সন্তান File Management-এ ভাল না হয়ে থাকে তাহলে হয়তো নানা রকম সমস্যায় পরতে পারে। তাই বিভিন্ন নামে Folder or Directory করে হার্ড কপি এবং সফ্ট কপি সুন্দর উপায়ে সংরক্ষণ করতে পারেন, দেখবেন এতে আপনার জীবনটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। পাঁচ - দশ বছর পরেও আপনি খুব সহজেই যে কোন ডকুমেন্ট অনায়াসেই খুঁজে পেতে পারেন।

---- *আবু জারা, টরন্টো*

After 1st Page .....

Technique to Understand Qur'an

That is why the unwary reader is baffled and puzzled when he finds all these things contrary to his conception of a book. He begins to feel that the Quran is a book without any order, or that it deals with miscellaneous topics in an incoherent manner. As a result its opponents raise strange objections against the Quran, and its modem followers adopt strange devices to ward off doubts and objections. They either resort to escapism or put forward strange interpretations to ease their minds. Sometimes they try to create artificial connections between the verses to explain away the apparent incoherencies, and, as a last resort, they even accept the theory that the Quran deals with miscellaneous topics without any order or coherence. Consequently, verses are isolated from their context and confusion is produced in the meanings.

This happens when the reader does not take into consideration that the Quran is a unique book. It does not, like other books, state at the beginning the subject it deals with and the object it intends to achieve. Its style and method of explaining things are also quite different from those of other books and it does not follow any bookish order. Above all, it is not a book on "religion" in the sense this word is generally understood. That is why when a reader approaches the Quran with the common notions of a book, he is rather puzzled by its style and manner of presentation. He finds that at many places the back-ground has not been mentioned and the circumstances under which a particular passage was revealed have not been stated. As a result, the ordinary reader is unable to benefit fully from the most precious treasures contained in the Quran, though occasionally he may succeed in discovering a few gems here and there. People become victims of doubts who are not acquainted with these distinctive features of the Quran. They seem to find miscellaneous topics scattered throughout its pages and have difficulty understanding the meanings. Even those verses which are absolutely clear appear to them irrelevant in the contexts they occur.

The reader may be saved from all these difficulties, if he is warned beforehand that *the Book he is going to study is the only book of its kind in the whole world, that its literary style is quite different from that of all other books; that its theme is unique and that his preconceived notions of a book cannot help him understand the Quran.* He should free his mind from preconceived notions and get acquainted with the distinctive features of this Book. Then and then alone can he understand it. In order to understand the Quran thoroughly, it is essential to know the nature of this Book, its central idea and its aim and object. The reader should also be well acquainted with its style, the terms it uses and the method it adopts to explain things. He should keep in mind the background and circumstances under which a certain passage was revealed.

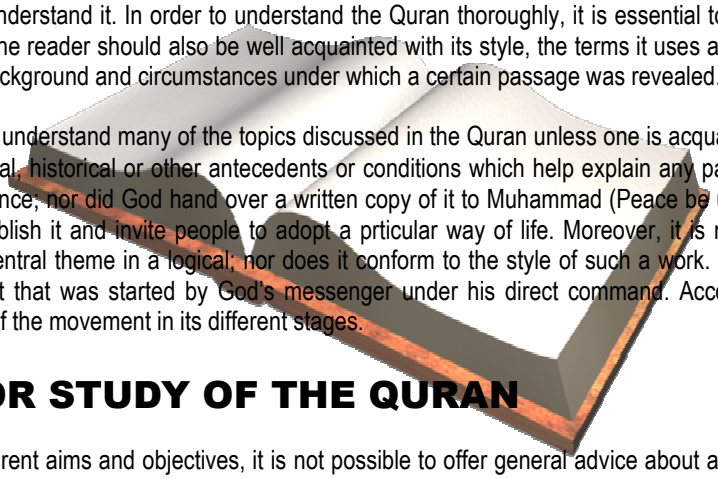

Background: One cannot fully understand many of the topics discussed in the Quran unless one is acquainted with the background of their revelation. One should know the social, historical or other antecedents or conditions which help explain any particular topic. For, the Quran was not revealed as a complete book at once; nor did God hand over a written copy of it to Muhammad (Peace be upon him) at the very beginning of his mission and command him to publish it and invite people to adopt a prticular way of life. Moreover, it is not a literary work of the common conventional type that develops its central theme in a logical; nor does it conform to the style of such a work. The Quran adopts its own style to properly quide the Islamic Movement that was started by God's messenger under his direct command. Accordingly, God revealed the Quran piecemeal to meet the requirements of the movement in its different stages.

SUGGESTIONS FOR STUDY OF THE QURAN

As people turn to the Quran with different aims and objectives, it is not possible to offer general advice about a method of study that will fulfill the requirements of all. I am, however, interested only in those who want to understand and seek guidance from it for the solution of human problems. I will offer some suggestions which may help satisfy the needs of such people and remove their difficulties. The one prerequisite for understanding the Quran is to study it with an open and detached mind. Whether one believes it is a revealed book or not, one should free the mind of bias in favor of or against it, get rid of all preconceived opinions, and then approach it with the sole desire of understanding it. People who study it with preconceived notions read only their own ideas between the lines and cannot grasp what the Quran wants to convey. While this method of study can never be fruitful even with other books, it is totally fruitless when applied to the Quran.

There is another thing which must be kept in mind. If a cursory acquaintance with the contents of the Quran is all that is desired, then one reading of it might be sufficient. But if a deeper find out its fundamental principles and the way of life it tries to build upon them. During this preliminary study, if some questions occur in his mind, the reader should note them down and patiently continue his study, for he is likely to find their answers somewhere in the Quran itself. If he finds answers to his questions, he should note them along with the questions. But if, after his first reading, any questions remain unanswered, he should proceed to the second reading. I can say from my own experience that after the second reading, hardly a single question remains unanswered.

After getting this general insight into the Quran, one should begin its detailed study, taking notes of the different aspects of its teachings. For example, note should be made of what pattern of life it approves, and which style of living it disapproves. One should write down the qualities of a good man next to those of a bad man in order to bring both of them clearly before his mind. The same method should be followed when reading about the things which lead man to success and salvation, and those which lead to his failure and ruin. The teachings and instructions in the Quran about belief, morality, obligations, civilization, culture, economics, politics, law, social systems, peace, war, and other human issues should be studied and illustrated. These notes should be organized and combined to forma complete sketch of the system of life which the Quran and Islam represent.

---- Continue to Page 8

After Page 7 .....

Technique to Understand Qur'an

If one desires to know the Quran's solution to a certain human problem, he should first study the relevant literature, both ancient and modern, and note down the basic issues. Use should be made of any modern research in the given field. Then, he should study the Quran with the knowledge is sought, the Quran must be read several times, and each time from a different perspective. Those who desire to make a thorough study of the Quran should read it at least twice with the sole aim of understanding the system of life it presents. The goal should be to objective of finding the answers to those issues. I can say from personal experience that when the Quran is studied with the goal of researching any problem, an answer will be found to it even in those verses which were skipped over without imagining what treasures lay hidden therein.

But in spite of all these devices, the inspiring spirit of the Quran can never be fully grasped unless its message is put into practice. For the Quran is neither a book of abstract ideas nor ungrounded theories which can be studied in an easy chair. Neither is it a book of religious mysteries and riddles which must be unraveled in monasteries and universities. It is a Book sent to inspire people to start a movement by directing their energies towards achievement of its mission. It is only by going to the 'battlefield' of life that one can understand its real message. This is why a quiet and amiable person like Muhammad (God's peace be with him) had to come out of his seclusion, start the Islamic Movement and fight against the rebellious world. It was the Quran which urged him to declare war against every kind of falsehood and engage in conflict with the leaders of disbelief. It was this Book which attracted good people from every home and gathered them under the banner of Islam in order to fight against the upholders of the old system, who organized themselves into a gang to oppose them. During this long and bitter struggle between right and wrong, truth and falsehood, which continued for twenty three years, the Quran went on guiding the Movement in every phase and at every stage until it succeeded in establishing the Islamic System in its perfection.

It is obvious that the truths contained in the Quran can in no way be grasped by mere recitation of it. For, to get these truths, an active role must be taken in the conflict between belief and unbelief, real and unreal, truth and falsehood. A man can understand it only if he takes up its message, invites the world to accept it, and moves on forever in accordance with its Guidance. By this alone will he experience all that happened during the revelation of the Quran.

Such a man will experience all those conditions which the Prophet (Pbuh), and his companions, (RA) experienced. He will encounter the trials and tribulations of the Mecca's, Taif's, and Abysinia's, he will pass through the same fire that passed through at the battles of Badr, Uhud, Hunain, and Tabuk. The rich and powerful, the ignorant and oppressive will be encountered, the hypocrites and two-faced will be dealt with; in short, every type of person the Quran mentions will be confronted. Incidentally, this is a wonderful experience in itself, and is well worth the try. This is from me but true knowledge is from God; I have full trust in Him and turn to Him for true guidance.

---- Ref: An Introduction to The Quran - Abul Faruque

✂ When you buy any food please check for the following Haraam Ingredients.
You can make a copy of this list and distribute it to your family members.
Reference: www.eat-halal.com

Haram Food Ingredients

Animal shortening	Investigate
Collagen (Pork)	Haraam
Diglyceride (animal)	Haraam
Enzyme (animal)	Haraam
Fatty acid (animal)	Haraam
Gelatin	Haraam
Glyceride (animal)	Haraam
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam
Hormones (animal)	Haraam
Hydrolyzed animal protein	Haraam
Lard	Haraam
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam
Monoglycerides (animal)	Haraam
Pepsin (animal)**	Haraam
Phospholipid (animal)	Haraam
Renin Rennet**	Investigate
Shortening (animal)*	Haraam
Whey**	Investigate

*Animal fat shortening can be from beef tallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef tallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.

**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number is generally mentioned on the product, if not see the telephone directory.

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ e-mail এ জানালে আগামী সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

এই সংখ্যার হাদীস

আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় না হবো।

--- সহীহ্ বুখারী

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com